গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫.২০১৮-৩৪ তারিখ- ২২.০১.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ সৈয়দ হাসিনুল হক (১৩৬০৬৬), মেডিকেল অফিসার, গোবিন্দনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশ্বম্বরপুর, সুনামগঞ্জের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ সৈয়দ হাসিনুল হক (১৩৬০৬৬), মেডিকেল অফিসার, গোবিন্দনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশ্বম্বরপুর, সুনামগঞ্জ গত ২৫.০৪.২০১৭ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতি আছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ সৈয়দ হাসিনুল হক (১৩৬০৬৬)
মেডিকেল অফিসার,
গোবিন্দনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশ্বম্বরপুর, সুনামগঞ্জ

(স্থায়ী ঠিকানাঃ ১০০, তপোবন আবাসিক এলাকা, আখালিয়া, সিলেট-৩১০০)

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫.২০১৮-৩৪/১(৫) তারিখ- ২২.০১.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ, সিলেট
৪। সিভিল সার্জন, সুনামগঞ্জ
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

(মোঃ রেজাউল আলম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডাঃ সৈয়দ হাসিনুল হক (১৩৬০৬৬), মেডিকেল অফিসার, গোবিন্দনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ গত ২৫.০৪.২০১৭ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১.২০১৮- ৬৫ তারিখ- ২২.০১.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ সাভরিনা তানিয়া (১৩০২৭২), মেডিকেল অফিসার, গাজীরহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ সাভরিনা তানিয়া (১৩০২৭২), মেডিকেল অফিসার, গাজীরহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা গত ১২.১০.২০১৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতি আছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২২.০১.২০১৮
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ সাভরিনা তানিয়া (১৩০২৭২)
মেডিকেল অফিসার,
গাজীরহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
দিঘলিয়া, খুলনা
(স্থায়ী ঠিকানাঃ ৯৯৭/২, পূর্ব শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া মাদ্রাসা, মিরপুর, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১.২০১৮- ৩৫/১(৫) তারিখ- ২২.০১.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ, খুলনা।
৪। সিভিল সার্জন, খুলনা
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

২২/১/১৮
(মোঃ রেজাউল আলম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪২০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ সাভরিনা তানিয়া (১৩০২৭২), মেডিকেল অফিসার, গাজীরহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা গত ১২.১০.২০১৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১৩- ৩৬ তারিখ- ২৬.০২.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ মোহাম্মদ মাহফুজ মিয়া (১০১৪৪৪৫), সহকারী সার্জন, লুটেরচর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মেঘনা, কুমিল্লা (বর্তমানে পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রামে বদলির আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

<u>অভিযোগনামা</u>

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোহাম্মদ মাহফুজ মিয়া (১০১৪৪৪৫), সহকারী সার্জন, লুটেরচর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মেঘনা, কুমিল্লা (বর্তমানে পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রামে বদলির আদেশাধীন) গত ০১.১২.২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১.১০.২০১৭ পর্যন্ত কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতি আছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ মোহাম্মদ মাহফুজ মিয়া (১০১৪৪৪৫)
সহকারী সার্জন
লুটেরচর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র,
মেঘনা, কুমিল্লা
(বর্তমানে পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রামে বদলির আদেশাধীন)
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-মোহাম্মদপুর, পোঃ মির্জানগর, উপজেলা-মেঘনা, জেলা- কুমিল্লা)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১৩- ৩৬/১(৫) তারিখ- ২৬-০২.২০১৮ খ্রিঃ

<u>অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ</u>

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৪। সিভিল সার্জন, কুমিল্লা/চট্টগ্রাম।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

২৬/২/১৮
(মোঃ রেজাউল আলম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৩০২-
sasdisc1@mohfw.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ সাভরিনা তানিয়া (১৩০২৭২), মেডিকেল অফিসার, গাজীরহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা গত ১২.১০.২০১৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব